১৩ই অক্টোবর ২০২৪
পঞ্চামত্তমীর পর একবিংশ রবিবার
অনুধ্যান/ Theme :- বিশ্বাসই আত্মিক তীর্থযাত্রার সূচনা

যিশা ৩৫:৩-১০
গীত ৬৬:১-২০
প্রেরিত ১৬:২৫-৩৪
মার্ক ১০:৪৬-৫২

মূল পদ: মার্ক ১০:৫২ - "যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।"

খ্রীষ্টে প্রিয়, আজ আমরা একত্রিত হয়েছি অনুধ্যান প্রতিফলিত করার জন্য যা হল, "বিশ্বাস হল একটি তীর্থযাত্রার সূচনা।" আমাদের খ্রিস্টীয় যাত্রায়, বিশ্বাস শুধুমাত্র একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা নয়; এটি সেই ভিত্তি যা আমাদেরকে ধর্মীয় যাত্রার জীবনে চালিত করে - একটি যাত্রা যা আমাদের ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং প্রক্রিয়ায় আমাদের রূপান্তরিত করে। আজ, আমরা ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্বাসের রূপান্তরকারী শক্তিকে অন্বেষণ করব, বিশেষ করে যিশাইয়, গীতসংহিতা, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী এবং সাধু মার্কের সুসমাচারের মাধ্যমে। আমরা এই পাঠ্যগুলি অধ্যায়ন করার সময়, আমাদের মনে রাখা যাক যে বিশ্বাস একটি মসৃণ যাত্রার নিশ্চয়তা দেয় না। পরিবর্তে, এটা আমাদেরকে পরীক্ষা ও ক্লেশের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে ঈশ্বর আমাদের পাশে আছেন। বিশ্বাস নতুন সম্ভাবনার দিকে আমাদের চোখ খোলে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উন্মোচিত গল্পে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানায়।

১. বিশ্বাস এর শক্তি (যিশাইয় ৩৫:৩-১০)
যিশাইয় ৩৫ পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু হয় - গান এবং আনন্দের সাথে সিয়োনে মুক্তিপ্রাপ্তদের একটি দর্শন। ভাববাদী দুর্বল হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এবং পথ দেয় এমন হাঁটুগুলিকে স্থির করার জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায়, আমরা এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই যা আমাদের সংকল্পকে দুর্বল করে দিতে পারে। কিন্তু যিশাইয় আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে এবং একে অপরকে সমর্থন করার জন্য উৎসাহিত করেন। বিশ্বাস আমাদের শক্তি হয়ে ওঠে, আমাদের সাহসের সাথে জীবনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে দেয়। মরুভূমিতে প্রস্ফুটিত হওয়ার চিত্র একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যে এমনকি আমাদের জীবনের সবচেয়ে শুষ্ক ঋতুতেও, বিশ্বাস জীবন, সৌন্দর্য এবং আনন্দ তৈরি করতে পারে। একজন বন্ধুর গল্পটি বিবেচনা করুন যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যখন একটি গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়ে, তখন তিনি প্রাথমিকভাবে অভিভূত বোধ করেছিলেন। যাইহোক, তিনি তার বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ার সাথে সাথে, তিনি একটি সমর্থনের সম্প্রদায় খুঁজে পান যা তার চারপাশে সমাবেশ করে। প্রার্থনা, উৎসাহ এবং ভাগ করা শাস্ত্রের মাধ্যমে, তার দুর্বল হাতগুলি শক্তিশালী হয়েছিল। তিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে শান্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, এবং তার বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তার চারপাশের লোকেদের উপর একটি আলো জ্বলছিল। এই তীর্থযাত্রায়, আমাদের বিশ্বাস কেবল আমাদের নিজের হৃদয়কেই নয়, যারা আমাদের পাশাপাশি হাঁটে তাদেরও উৎসাহিত করে। আমরা একসাথে যাত্রা করার সময়, আমাদের একে অপরকে উপরে তুলতে বলা হয়, একে অপরকে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়।

২. বিশ্বাসে যে উপাসনা করে (গীতসংহিতা ৬৬:১-২০)
গীতসংহিতা ৬৬ আমাদের উপাসনার ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানায়, ঘোষণা করে, “সমস্ত পৃথিবি! ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর।তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর, তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর। " এই গীত আমাদের বিশ্বাসের যাত্রায় উপাসনার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। বিশ্বাস আমাদের উপাসনার দিকে নিয়ে যায়, যা ঈশ্বরের মঙ্গলের প্রতি প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের যাত্রার জন্য শক্তির উৎস। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের কাজগুলি বর্ণনা করি, তখন আমরা তাঁর বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দিই, যা আমাদের বিশ্বাসকে জ্বালায়। একটি পবিত্র স্থানে একটি তীর্থযাত্রা বিবেচনা করুন - সম্ভবত একটি উপাসনালয় বা উপাসনার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। যাত্রা নিজেই একটি বিশ্বাসের কাজ, এবং যখন আমরা পৌঁছাই, আমাদের উপাসনা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং কর্মের উদযাপনে পরিণত হয়। বিশ্বাসে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের ঈশ্বরের প্রেমের পূর্ণতা অনুভব করার কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, উপাসনা অনেক রূপ নিতে পারে। এটি সঙ্গীত, প্রার্থনা বা এমনকি

সেবামূলক কাজের মাধ্যমেও হতে পারে। উপাসনায় জড়িত হওয়া আমাদের ঈশ্বর কে এবং তিনি কী করেছেন তা মনে রাখতে সাহায্য করে। এটি আমাদের আত্মাকে শক্তিশালী করে, আমাদের ধর্মীয় যাত্রায় আমাদের আশা এবং নতুন উদ্দেশ্যের অনুভূতি দেয়।

৩. বিশ্বাস যে রূপান্তরিত হয় (প্রেরিত ১৬:২৫-৩৪)
প্রেরিত ১৬-এ, আমরা পৌল এবং সীলকে বন্দী অবস্থায় দেখি, তবুও তারা প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের স্তব গীত করে। তাদের বিশ্বাস, এমনকি কঠিন পরিস্থিতিতেও, একটি রূপান্তরকারী শক্তি হয়ে ওঠে। যখন তারা উপাসনা করে, একটি ভূমিকম্প জেলখানাকে কাঁপিয়ে দেয়, দরজা খুলে দেয় এবং তাদের শিকল ঢিলা করে দেয়। এই শক্তিশালী আখ্যানটি ব্যাখ্যা করে যে বিশ্বাস শুধুমাত্র আমাদের পরিস্থিতিতেই নয় বরং আমাদের চারপাশের লোকদের হৃদয়কেও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। কারাধ্যক্ষ, পৌল এবং সীলের অলৌকিক পলায়নের সাক্ষী হয়ে অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করে, " পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" তাদের বিশ্বাস এবং কাজ কারাধ্যক্ষের রূপান্তর এবং তার পুরো পরিবারের পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করেছিল। বিশ্বাস প্রায়ই শুধু ব্যক্তিগত নয়; এটি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। পরীক্ষার সময়ে আমাদের অটল বিশ্বাস অন্যদেরকে খ্রীষ্টের কাছে টানতে পারে, পরিত্রাণের পথকে আলোকিত করতে পারে। আমাদের জীবনে, আমরা বিভিন্ন ধরণের কারাবাসের সম্মুখীন হতে পারি - তা ভয়, সন্দেহ বা পাপ হোক। তবুও, পৌল এবং সীলের মতো, আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে এবং আমাদের চারপাশকে পরিবর্তন করতে পারে।

৪. বিশ্বাসে যে দেখে (মার্ক ১০:৪৬-৫২)
আমাদের মূল পদটিতে, আমরা বর্তীময়ের গল্প পাই, রাস্তার ধারে বসে থাকা এক অন্ধ ভিক্ষুক। যখন সে শুনতে পায় যে যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন ভিড় তাকে চুপ থাকতে বললেও সে করুণার জন্য চিৎকার করে। তার বিশ্বাস তাকে ক্রমাগতভাবে যীশুর সন্ধান করতে পরিচালিত করে এবং যীশু যখন তাকে ডাকেন, তখন তিনি তার চাদর একপাশে ফেলে দেন এবং কাছে আসেন। যীশু বর্তীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও? আমি তোমার নিমিত্ত কি করিব? অন্ধ তাঁহাকে কহিল, রব্বণী [হে গুরু], যেন দেখিতে পাই। যীশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।" সঙ্গে সঙ্গে, বর্তীময় তার দৃষ্টিশক্তি পায় এবং রাস্তা ধরে যীশুকে অনুসরণ করে। এই সাক্ষাৎ তুলে ধরে যে কিভাবে বিশ্বাস আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধতার বাইরে দেখতে সক্ষম করে। বর্তীময়, অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও, যীশুকে দেখেন তিনি কে - দাউদ পুত্র, মশীহ। তার বিশ্বাস তাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পরিচালিত করে, প্রমাণ করে যে সত্যিকারের বিশ্বাস নিষ্ক্রিয় নয় বরং সক্রিয় এবং ধ্বনিময়। বিশ্বাস আমাদের চারপাশের সম্ভাবনার দিকে চোখ খুলে দেয়। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপান্তরিত করে, আমাদের কেবল আমাদের চাহিদাই নয়, অন্যদের চাহিদাও দেখতে দেয়। বর্তীময় যেমন শারীরিকভাবে সুস্থ হয়েছিলেন, আমরাও খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক এবং মানসিক নিরাময় অনুভব করতে পারি।

উপসংহার
আমরা আজ আমাদের বিশ্বাসের ধর্মীয় যাত্রার প্রতিফলন করার সাথে সাথে আমরা স্বীকার করি যে বিশ্বাস আমাদের যাত্রার শুরু। এটি আমাদের শক্তি, আমাদের উপাসনা, আমাদের রূপান্তরকারী শক্তি এবং আমাদের দৃষ্টি। আজকে আমরা যে শাস্ত্রগুলি অন্বেষণ করেছি তার প্রতিটিই বিভিন্ন দিকের উপর জোর দেয় যে কীভাবে বিশ্বাস আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে পথ দেখাতে পারে, আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং প্রেমকে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে। আমাদের নিজেদের জীবনে, আসুন আমরা বিশ্বাসকে আমাদের ধর্মীয় যাত্রার সূচনা বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করি। আসুন আমরা একে অপরকে শক্তিশালী করি, আন্তরিক উপাসনায় নিযুক্ত হই, আমাদের বিশ্বাসকে আমাদের এবং আমাদের চারপাশের লোকদের রূপান্তরিত করার অনুমতি দিই এবং বিশ্বকে বিশ্বাসের লেন্স দিয়ে দেখতে চাই। আমরা একসাথে এই যাত্রা শুরু করার সময়, আমরা যেন যীশুর কথা মনে করিয়ে দিতে পারি: "যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।"

প্রার্থনা
স্বর্গীয় পিতা, আমরা বিশ্বাসের উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, যা আমাদের তীর্থযাত্রায় আমাদের পরিচালনা করে। আমরা একসাথে চলার সময় আমাদেরকে শক্তিশালী করুন, চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে একে অপরকে সমর্থন করতে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের উপাসনা যেন আমাদেরকে আপনার নিকটবর্তী করে এবং আমাদের হৃদয় ও জীবনকে পরিবর্তন করে। আমাদের জীবন এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বে আপনার উপস্থিতির সৌন্দর্য দেখতে আমাদের চোখ খুলুন। আমরা আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশুর নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।